AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 01.10.2024 Time: 7.35 A.M

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) আর জি করের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

তদন্তের আওতায় থাকা ব্যক্তিদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির।

২) আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে আজ কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত কয়েকটি সংগঠনের ডাকা মিছিলের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৩) রাজ্যে, সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এই প্রথম বিদ্যুত্ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে।

৪) পুজোর পরে সবুজ সাথী প্রকল্পের দশম দফায় ১২ লক্ষেরও বেশি সাইকেল বিতরণের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের।

৫) দর্শণার্থীদের সুবিধার্থে মেট্রোরেল আসন্ন দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে ব্লু ও গ্রীন করিডরে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আর জি করের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো সিবিআই গতকাল তৃতীয় স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেয়। প্রধান বিচারপতি ডি

ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং দুই বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এপর্যান্ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে দাখিল করা ঐ রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন। পরে প্রধান বিচারপতি জানান, সিবিআই-এর তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। ধর্ষণ, খুন, হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি – সব কিছু নিয়েই সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে। তাদের যথাযথ সময় দিতে হবে।

শুনানির শুরুতেই গতকাল নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার জানান, সমাজমাধ্যমে এখনও তরুণী চিকিৎসকের ছবি ঘোরাফেরা করছে। এব্যাপারে নজরদারির জন্য তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে নোডাল অফিসার নিয়োগের আবেদন জানান তিনি। আর জি কর কান্ড নিয়ে নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের যে ছবি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিতেও বলেন শ্রীমতি গ্রোভার।

জুনিয়ার ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন, সিবিআইয়ের পিটিশনে এমন সাতজন আছেন, যারা এখনও স্বপদে বহাল রয়েছেন। বৃন্দা গ্রোভার জানান, এরা টেন্ডার পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।

কারা কারা এই তদন্তের আওতায় রয়েছে, সেই নামের তালিকা জমা দেওয়ার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের আইনজীবী তখন জানান, ৫ জনকে ইতোমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। তারা কারা, সেই নামের তালিকাও জানতে চায় শীর্ষ আদালত।

সিসিটিভি সহ হাসপাতালের নিরাপত্তা র কাজ ৫০ শতাংশও এগোয়নি বলে সুপ্রিম কোর্ট ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরিকাঠামোগত সমস্যার জন্য দেরি হচ্ছে বলে রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ১০ ই অক্টোবরের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আইনজীবী

আশ্বস্ত করেন। ১৫ ই অক্টোবরের মধ্যে ২৮ টি হাসপাতালে শৌচাগার নির্মাণ ও সংস্কারের কাজও সম্পূর্ণ হবে বলে আইনজীবী জানান। প্রধান বিচারপতি ৩১ শে অক্টোবররে মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য রাজ্যকে সময়সীমা বেধে দিয়েছেন। সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহের প্রসঙ্গে রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ডক্তার সময় মতো না দেখায় রোগীর মৃত্যু হয়। প্রধান বিচারপতি বলেন, সুরক্ষার বিষয়ে রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত।

শুনানির সময় রাজ্যের তরফে জুনিয়ার চিকিৎসকরা শুধুমাত্র জরুরী পরিষেবা দিচ্ছেন, একথা জানানো হলে প্রধান বিচারপতি হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্য সমস্ত জরুরী প্রয়োজনীয় পরিষেবার কাজ কেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা করছেন না তা জানতে চান। জুনিয়ার চিকিৎসকদরে পক্ষে আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং তা খন্ডন করে বলেন, এই তথ্য ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে বেড না দেওয়ার জন্য রোগী মৃত্যুর অভিযোগও খারিজ করে দেন চিকিৎসকদের তরফে আইনজীবী করুণা নন্দী।

পুজোর ছুটির পর মামলার পরবর্তী শুনানিতে আদালত টাস্কফোর্সের কাছ থেকে রিপোর্ট নেবে বলে সলিসিটার জেনারেলকে জানান প্রধান বিচারপতি। কিন্তু সেই টাস্কফোর্সে পশ্চিমবঙ্গের কারোর নাম নেই বলেও বিষয়টি আদলাতের নজরে এলে কমপক্ষে একজন প্রতিনিধি রাখার অনুরোধ করেন তিনি। ইন্দিরার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হন প্রধান বিচাপরতিও।

এদিকে, শীর্ষ আদালতের শুনানির পর আজ নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট এবং সিবিআই এর উপর তাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের থেকে ন্যায়বিচার পাবেন বলে তাদের আশা।

(বাইট – বাবা)

হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে জুনিয়র ডাক্তাররা আদৌ সন্তুষ্ট নয় বলে যে অভিযোগ রয়েছে, সেই প্রসঙ্গে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ বলেন, এ ধরনের কাজে কিছুটা সময় লাগে। তবে সব জায়গাতেই কাজ চলছে। কোথাও ৩০ শতাংশ আবার কোথাও ৭০ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। সরকার তৎপর, মুখ্যমন্ত্রীও নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছেন। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা যাতে যথাযথ পরিষেবা দেন সেজন্য আরও একবার আবেদন জানান মুখ্য সচিব।

তৃনমূল ছাত্র পরিষদ নেত্রী রাজন্যা হালদার ও প্রান্তিক চক্রবর্তী আর জি কর ইস্যুতে তৈরি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি মুক্তির দিন স্থগিত রেখেছে। এরা গতকাল তৃনমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে ই মেইল করে এ কথা জানান। "আগমনী তিলোত্তমাদের গল্প" নামে এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটি আগামীকাল মহালয়ার দিন মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ।

আর জি করে মহিলা পিজিটি চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে আজ বেশ কয়েকটি সংগঠন কলেজ স্কোয়্যার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিল করবে।

আয়োজকদের মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কয়েকটি সংগঠনও রয়েছে। শহরে যানজট সমস্যার কারণ দেখিয়ে মিছিলের আবেদন পুলিশ খারিজ করে দেয়। এরপর সংগঠকরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ অনুমতি দিয়ে জানান বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। তবে মিছিল নিয়ন্ত্রণে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য আজকের মিছিলে আয়োজকদের পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্য সরকার আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতেও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা, মন্ত্রী সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বন্যা দূর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গতকাল নবান্ন থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার সহ ডিজিপি, মুখ্য সচিব এর সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। পরে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ সাংবাদিকদের বলেন, উৎসবের দিনগুলিতে বন্যা দুর্গতদের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টির ফলে জল বাড়তে শুরু করেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের ফুলাহার সহ বিভিন্ন নদীতে। সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নদী তীরবর্তী গ্রাম গুলি পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্হানিয়া। পাশাপশি বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রশাসনিক ভবনে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের উপস্থিতিতে গতকাল একটি জরুরী বৈঠক হয়। বৈঠকের পর জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সাংবাদিকদের বলেন, এলাকার কিছু

গ্রাম পঞ্চায়েতে ফুলহারের জল ঢুকেছে। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী ও মেডিকেল ক্যাম্প সহ সব ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । যাদের জমি হারিয়েছে তাদের জন্য পাট্টার বন্দোবস্ত ছাড়াও পানীয় জলের জন্য ৩০ টি টিউবওয়েল বসানো হবে বলে তিনি জানান।

রাজ্যে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এই প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। মোট ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়। বৈঠকের শেষে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি তৈরির জন্য গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হবে। সেই টেন্ডারে যেসব সংস্থা সাড়া দেবে তাদের মধ্যে থেকেই উপযুক্ত সংস্থাকে বেছে নিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রকল্পের জন্য জমি দেবে রাজ্য সরকার। এছাড়া সাগর দিঘিতে পূর্ব ভারতের প্রথম সুপার ক্রিটিকাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর কাজ শেষের পথে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানিয়েছেন।

রাজ্য সরকার ৮৪টি শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গতকাল এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, এর মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় ১৪ জন আধিকারিককে নেওয়া হবে। এ ছাড়া ৩১জন ফার্মাসিস্ট এবং যোগ এবং ন্যাচেরোপ্যাথিতে ৪ জন নেওয়া হবে।

কারা দপ্তরের বিভিন্ন সংশোধনাগারের জন্য ৩৭ জনকে নিয়োগ করার ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রীসভা ।

এছাড়াও মালদার চাঁচলে নতুন সংশোধনাগার তৈরি সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভায় বৈঠকে অনুমোদিত হয়।

দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান নিলে উদ্যোক্তাদের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙ্গাতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী। গতকাল ভাতারে পুজো উদ্যোক্তাদের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন , পুজো মন্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙ্গানো যাবে না মনে করলে, টাকা নেবেন না। বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুজোর অনুদান যারা গ্রহণ করেছেন তাদের পুজো মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখা বাধ্যতামূলক বলে শাসকদলের বিধায়ক যে ঘোষণা করেছেন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য তার সমালোচনা করেছেন। গতকাল কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, বাঙালির চোখে দুর্গাপুজোর এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। মুখ্যমন্ত্রী পুজোর অনুদান না দিলেও দুর্গাপূজো হবে। দুর্গাপূজায় পুরকর, বিদ্যুৎ বিল বা দমকলের লাইসেন্সে প্রায় এক লক্ষ টাকার ছাড় পাওয়া যায়। তবে কোন পূজো উদ্যোক্তা মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান অস্বীকার করলে, তারা সেই ছাড় থেকে বঞ্চিত থাকবে বলে বিধান নগর কমিশনারেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর অর্থ প্রশাসনকে শাসক দল নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রাজ্য সরকার পুজোর পরেই সবুজসাথী প্রকল্পের দশম দফায় ১২লক্ষের বেশি সাইকল বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাইকেল বিলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায়

রাখতে এবার বিশেষ সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে বলে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর সূত্রে খবর। জানা গেছে, বাংলার শিক্ষা পোর্টাল থেকে নবম শ্রেণিতে নথিভুক্ত পড়ুয়াদের নাম যাচাই করে তালিকা তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু স্কুলে সেই তালিকা যাচাইয়ের সময়ে বেশ কিছু গরমিল ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বাংলার শিক্ষা পোর্টালে নাম থাকলেও স্কুলে সেই পড়ুয়ার কোনও অস্তিত্ব নেই। এর ফলে লক্ষাধিক নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এভাবে বহু নাম বাদ যাওয়ার পাশাপাশি অনেক স্কুলে নবম শ্রেণিতে নতুন করে প্রায় দেড় লক্ষ পড়ুয়াদের নাম নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১২ লক্ষ ৭ হাজার ৭৮৩ জন সাইকেল প্রাপকদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পুজোর ছুটির পরেই তাদের নতুন সাইকেল দেওয়া হবে।

দর্শনার্থীদের সুবিধায় অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামাল দিতে মেট্রো রেল পুজোর দিনগুলিতে তাদের ব্লু ও গ্রীন করিডরে গভীর রাত পর্যন্ত অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কবি সুভাষ ও দক্ষিনেশ্বর করিডরে চতুর্থী থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত প্রতিদিন আপ ও ডাউনে মোট ২৮৮ টি, সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত ২৪৮টি, দশমীতে ১৭4টি এবং একাদশীতে ১৩০টি ট্রেন চালানো হবে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

মেট্রোরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন,

(বাইট-কৌশিক)

--------------------- ---------------------